ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের মুক্ত করার পর কৃপাপূর্বক তাদের দর্শন দান করলেন এবং তাদের রাজকীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করলেন।

ভগবান কৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের বন্দী ২০, ৮০০ রাজাদের মুক্ত করলেন, তারা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছিল। অতঃপর তারা দণ্ডায়মান হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল। তাদের বন্দীত্বকে তাদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য ভগবানের অনুগ্রহ রূপে বিবেচনা করে রাজারা তাঁর পাদপদ্মের নিত্য স্মরণকে যা সহজতর করে, কেবল তারই অনুমোদন প্রার্থনা করলেন।

ভগবান রাজাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তিনি তাদের নির্দেশ প্রদান করলেন, "বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে আমার পূজা করবে এবং ধর্মের নীতিসমূহ অনুসারে তোমাদের প্রজাগণকে রক্ষা করবে। আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করবে এবং সর্বদা সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি অবলম্বন করে অবস্থান করবে। এইভাবে তোমাদের জীবনের শেষে নিশ্চিতরূপে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর রাজাদের যথাযথভাবে স্নান ও বস্ত্র পরিধান করতে বলে সহদেবকে দিয়ে তাদের ফুলমালা, চন্দন, সুন্দর বস্ত্র ও রাজাদের যোগ্য অন্যান্য সামগ্রী নিবেদন করালেন। তাদের রত্ন ও স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিত করার পর, তিনি তাদের রথে আরোহণ করিয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন। তাদের প্রতি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পুনরায় তারা তাদের বিভিন্ন কর্তব্যসমূহ পালন করতে শুরু করল।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করে সেখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ নিরুদ্ধা যুধি নির্জিতাঃ ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ ॥ ১ ॥

ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ ।
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ২ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্ ।
কিরীটহারকটককটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ॥ ৫ ॥
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ ।
প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অযুতে**—দশ সহস্র; **দ্বে**—দুই; **শতানি**—শত; **অষ্টৌ**—আট; **নিরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত; **তে**—তারা; **নির্গতাঃ**—বেরিয়ে এলেন; **গিরিদ্রোণ্যাম্**—জরাসন্ধের রাজধানী, গিরিদ্রোণীর দুর্গে; **মলিনাঃ**—মলিন; **মল**—মলিন; **বাসসঃ**—বস্ত্রে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষামাঃ**—কৃশকায়; **শুষ্ক**—শুষ্ক; **বদনাঃ**—মুখমণ্ডল; **সংরোধ**—তাদের বন্দীত্ব দ্বারা; **পরিকর্শিতাঃ**—অত্যন্ত দুর্বল; **দদৃশুঃ**—দর্শন করল; **তে**—তারা; **ঘন**—মেঘের মতো; **শ্যামম্**—শ্যাম বর্ণ; **পীত**—পীত; **কৌশেয়**—রেশমের; **বাসসম্**—বসন; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস; **অঙ্কম্**—চিহ্নিত; **চতুঃ**—চার; **বাহুম্**—বাহু সমন্বিত; **পদ্ম**—একটি পদ্মের; **গর্ভ**—কোশের মতো; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **ঈক্ষণম্**—নেত্রদ্বয়; **চারু**—মনোহর; **প্রসন্ন**—এবং প্রসন্ন; **বদনম্**—বদন; **স্ফুরত**—দীপ্যমান; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডলদ্বয়; **পদ্ম**—একটি পদ্ম; **হস্তম্**—তাঁর হাতে; **গদা**—তাঁর গদা দ্বারা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **রথ-অঙ্গৈঃ**—চক্র; **উপলক্ষিতম্**—চিহ্নিত; **কিরীট**—মুকুট; **হার**—রত্নহার; **কটক**—স্বর্ণ বলয়; **কটি-সূত্র**—কোমর বন্ধনী; **অঙ্গদ**—এবং অঙ্গদ; **অঞ্চিতম্**—বিভূষিত; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **মণি**—একটি মণি (কৌস্তুভ); **গ্রীবম্**—তাঁর গলায়; **নিবীতম্**—ঝুলন্ত (তাঁর গলা থেকে); **বন**—বন ফুলের; **মালয়া**—মাল্য দ্বারা; **পিবন্তঃ**—পান করছিল; **ইব**—যেন; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—তাদের নেত্রদ্বয় দ্বারা; **লিহন্তঃ**—লেহন করছিল; **ইব**—যেন; **জিহ্বয়া**—তাদের জিহ্বা দ্বারা; **জিঘ্রন্তঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল; **ইব**—যেন; **নাসাভ্যাম্**—তাদের নাসিকা দ্বারা; **রম্ভন্তঃ**—আলিঙ্গন করছিল; **ইব**—যেন; **বাহুভিঃ**—তাদের বাহুদ্বয় দ্বারা; **প্রণেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করল; **হত**—নষ্ট; **পাপ্মাঃ**—যাদের পাপসমূহ; **মূর্ধভিঃ**—তাদের মস্তক দ্বারা; **পাদয়ো**—পাদদ্বয়ে; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—জরাসন্ধ ২০, ৮০০ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল রাজারা যখন গিরিদ্রোণী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল, তারা মলিন ও জীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হল। তারা ক্ষুধায় কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়েছিল, এবং তাদের দীর্ঘ বন্দীদশার জন্য তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

রাজারা অতঃপর তাদের সম্মুখে ভগবানকে দর্শন করল। তাঁর বর্ণ ছিল ঘনশ্যাম এবং তিনি একটি পীত রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা তাঁর পার্থক্য নিরূপিত হচ্ছিল, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর নয়নদ্বয় অরুণবর্ণের, যা পদ্মকোষ সদৃশ, তাঁর মনোরম, প্রসন্ন বদন, তাঁর ছিল উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং তাঁর হাতসমূহে তিনি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছিলেন। একটি মুকুট, একটি রত্নহার, একটি সোনার কোমর বন্ধনী, স্বর্ণ বলয় ও অঙ্গদ তাঁর রূপকে বিভূষিত করেছিল এবং তাঁর গলায় তিনি বহুমূল্যবান উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি ও বনমালা উভয়ই ধারণ করেছিলেন। রাজাগণ যেন তাদের চক্ষু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য পান করছিল, তাদের জিহ্বা দ্বারা তাঁকে লেহন করছিল, তাদের নাসিকা দ্বারা তাঁর ঘ্রাণ আস্বাদন করছিল, এবং তাদের বাহু দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। তাদের অতীতের পাপ এখন বিনষ্ট হয়েছে, সকল রাজাগণ তাদের মস্তক তাঁর পাদদ্বয়ে স্থাপন করে ভগবান হরিকে প্রণাম নিবেদন করল।

শ্লোক ৭

কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ-সন্দর্শন—ভগবান কৃষ্ণের দর্শনের; **আহ্লাদ**—আহ্লাদ দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট হল; **সংরোধন**—বন্দীত্বের; **ক্লমাঃ**—ক্লান্তি; **প্রশশংসুঃ**—তারা বন্দনা করল; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের পরম অধীশ্বর; **গীর্ভিঃ**—তাদের বাক্য দ্বারা; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের আনন্দ তাদের বন্দীত্বের ক্লান্তিকে দূরীভূত করলে, রাজাগণ কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান হলেন এবং হৃষীকেশকে স্তুতি বাক্য নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮

রাজান ঊচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয় ।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিন্নান্ ঘোরসংসৃতে ॥ ৮ ॥

রাজানঃ ঊচুঃ—রাজাগণ বললেন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **দেব**—দেবতাদের; **দেব**—ঈশ্বরগণের; **ঈশ**—হে পরম অধীশ্বর; **প্রপন্ন**—শরণাগতজনের; **আর্তি**—দুঃখের; **হর**—হে হরণকারী; **অব্যয়**—হে অক্ষয়; **প্রপন্নান্**—শরণাগত হয়েছি; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **নির্বিন্নান্**—বিষণ্ণ; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর; **সংসৃতেঃ**—সংসার হতে।

অনুবাদ

রাজাগণ বললেন—হে দেবদেবেশ, হে আপনার শরণাগত ভক্তের দুঃখবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যেহেতু আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, হে অব্যয় স্বরূপ কৃষ্ণ, দয়া করে এই ভয়ঙ্কর সংসার জীবন থেকে, যা আমাদের এত বিষণ্ণ করছে, রক্ষা করুন।

শ্লোক ৯

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন ।
অনুগ্রহো যদ্ ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥ ৯ ॥

ন—না; **এনম্**—এর দ্বারা; **নাথ**—হে প্রভু; **অনুসূয়ামঃ**—দোষ প্রাপ্ত হই না; **মাগধম্**—মগধের রাজা; **মধুসূদন**—হে কৃষ্ণ; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **যৎ**—যেহেতু; **ভবতঃ**—আপনার; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **রাজ্য**—তাদের রাজ্য হতে; **চ্যুতিঃ**—চ্যুতি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

হে প্রভু, মধুসূদন, আমরা এই মগধের রাজাকে দোষারোপ করি না, যেহেতু, হে সর্বশক্তিমান, প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুগ্রহ দ্বারাই রাজারা তাদের রাজপদ থেকে পতিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পর এবং এইভাবে তাদের পাপের শুদ্ধি হওয়ায়, রাজারা, তাদের যে বন্দী করেছিল, সেই জরাসন্ধের প্রতি কোন জড় ঘৃণা বা তিক্ততা অনুভব করলেন না। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের দ্বারা রাজারা কৃষ্ণভাবনার স্তরে এসেছিলেন এবং গভীর পারমার্থিক জ্ঞান প্রদর্শনকারী এই সমস্ত শ্লোক বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

রাজ্যৈশ্বর্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥ ১০ ॥

রাজ্য—রাজ্যের; **ঐশ্বর্য**—এবং ঐশ্বর্য; **মদ**—নেশা দ্বারা; **উন্নদ্ধঃ**—অসংযত হয়ে; **ন**—না; **শ্রেয়ঃ**—প্রকৃত মঙ্গল; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **নৃপঃ**—একজন রাজা; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়া**—মায়ার শক্তি দ্বারা; **মোহিতঃ**—মোহিত; **অনিত্যাঃ**—অনিত্য; **মন্যতে**—সে মনে করে; **সম্পদঃ**—সম্পদসমূহ; **অচলাঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

তার ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতায় মোহিত হয়ে একজন রাজা তার সকল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাই আপনার মায়া শক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সে তার অনিত্য সম্পদকে নিত্য বলে মনে করে।

তাৎপর্য

উন্নদ্ধ শব্দটি নির্দেশ করছে যে অহংকার দ্বারা মত্ত সে তার যথাযথ ব্যবহারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। মনুষ্য জীবন ধর্মের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য, পারমার্থিক নীতিসমূহ ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনার পূর্ণতায় উন্নতি লাভের জন্য। সম্পদ ও শক্তি দ্বারা অন্ধ হয়ে মূর্খ ব্যক্তি প্রকৃতি ও ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে তার খেয়াল খুশি মতো আচরণ করতে দ্বিধা করে না। দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যশালী পশ্চিমী দেশগুলির অবস্থা এখন একরম।

শ্লোক ১১

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্ ।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১১ ॥

মৃগ-তৃষ্ণাম্—একটি মরীচিকা; **যথা**—যেমন; **বালাঃ**—শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তার মানুষেরা; **মন্যন্তে**—বিবেচনা করে; **উদক**—জলের; **আশয়ম্**—একটি আধার; **এবম্**—একই ভাবে; **বৈকারিকীম্**—বিকারের বিষয়; **মায়াম্**—মায়া; **অযুক্তাঃ**—অবিবেকীগণ; **বস্তু**—বস্তু; **চক্ষতে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা যেমন মরুভূমিতে একটি মরীচিকাকে এক জলাশয় রূপে বিবেচনা করে, তেমনি অবিবেকীগণ মায়ার বিকারকে প্রকৃত বস্তু রূপে দর্শন করে।

শ্লোক ১২-১৩

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ ।
ঘ্নন্ত প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্মদাঃ ॥ ১২ ॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।
কালেন তন্বা ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে ॥ ১৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **পুরা**—অতীতে; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের; **মদ**—প্রমত্ততার দ্বারা; **নষ্ট**—নষ্ট; **দৃষ্টয়ঃ**—দর্শন; **জিগীষয়া**—বিজয়ের ইচ্ছা দ্বারা; **অস্যাঃ**—এই (পৃথিবী); **ইতর-ইতর**—পরস্পর; **স্পৃধঃ**—কলহপূর্বক; **ঘ্নন্তঃ**—আক্রমণ পূর্বক; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **স্বাঃ**—আমাদের নিজেদের; **অতি**—অতি; **নির্ঘৃণাঃ**—নির্দয়; **প্রভো**—হে প্রভু; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **পুরঃ**—সম্মুখে; **ত্বা**—আপনাকে; **অবিগণয্য**—অশ্রদ্ধা পূর্বক; **দুর্মদাঃ**—উদ্ধত; **তে**—আমাদের; **এব**—বস্তুত; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **অদ্য**—এখন; **গভীর**—রহস্যময়; **রংহসা**—যার গতি; **দুরন্ত**—অপ্রতিরোধ্য; **বীর্যেণ**—যার শক্তি; **বিচালিতাঃ**—ভ্রষ্ট হয়ে; **শ্রিয়ঃ**—আমাদের ঐশ্বর্য হতে; **কালেন**—কাল দ্বারা; **তন্বা**—আপনার স্বরূপ; **ভবতঃ**—আপনার; **অনুকম্পয়া**—কৃপা দ্বারা; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **দর্পাঃ**—যাদের দর্প; **চরণৌ**—চরণদ্বয়; **স্মরাম**—আমরা স্মরণ করছি; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

অতীতে সম্পদের নেশায় অন্ধ হয়ে আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলাম এবং এইভাবে বিজয় অর্জনের জন্য আমরা আপন প্রজাদের নির্দয়ভাবে পীড়িত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনাকে, হে ভগবান, আমরা উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন, হে কৃষ্ণ, দুর্দম ও কৌশলী, এই কাল নামক আপনার শক্তিশালী রূপ দ্বারা আমরা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন কৃপা করে আপনি আমাদের অহংকারকে বিনষ্ট করেছেন, আমরা কেবল আপনার পাদপদ্মের স্মরণ প্রার্থনা করছি।

শ্লোক ১৪

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা ।

উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ১৪ ॥

অথ উ—এখন থেকে; **ন**—না; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **মৃগ-তৃষ্ণি**—মরীচিকার মতো; **রূপিতম্**—যা প্রকাশিত; **দেহেন**—জড় দেহ দ্বারা; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **পততা**—মরণশীল; **রুজাম্**—ব্যাধির; **ভুবা**—আকর স্বরূপ; **উপাসিতব্যম্**—সেবা করতে; **স্পৃহয়ামহে**—আমরা ইচ্ছা করি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **ক্রিয়া**—পুণ্য কর্মের; **ফলম্**—ফল; **প্রেত্য**—পরবর্তী জীবনে প্রেরিত হলে; **চ**—এবং; **কর্ণ**—কর্ণদ্বয়ের জন্য; **রোচনম্**—রুচিজনক।

অনুবাদ

আমরা আর কখনও মরীচিকারূপ রাজ্যের জন্য লালায়িত হব না—যে রাজ্যকে এই মরণশীল, ব্যাধির আকর-স্বরূপ এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয়িত ও পীড়িত দেহ দ্বারা ক্রীতদাস সুলভভাবে সেবা করতে হয়। হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমরা পরবর্তী জীবনে পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও করব না, কারণ এরূপ পুরস্কারের সংকল্প কর্ণদ্বয়ের জন্য ফাঁকা প্রলোভন মাত্র।

তাৎপর্য

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অথবা রাজ্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর তৎসত্ত্বেও এই দেহটি, যা রাজনৈতিক শক্তিকে পালন করার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে, তা স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রতিটি মুহূর্তে এই নশ্বর দেহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার পথে এই দেহটি বহু যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির বিষয় হয়ে ওঠে। যিনি তার সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করতে চান, সেই শুদ্ধাত্মার কাছে জড় ক্ষমতার সমগ্র বিষয়টি তাই সময় নষ্ট মাত্র।

বৈদিক শাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে, যারা এই জীবনে পুণ্য কর্ম করছে তাদের জন্য পরবর্তী জীবনে বহু সমৃদ্ধি ও স্বর্গ সুখের সংকল্প রয়েছে। এই ধরনের সংকল্পগুলি কর্ণ-সুখকর ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। জাগতিক সুখ, তা সে স্বর্গেই হোক আর নরকেই হোক, শুদ্ধ আত্মার কাছে তা এক ধরনের মায়া। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবে সৌভাগ্যবান রাজারা এই জাগতিক সৃষ্টির মোহাবিষ্টতার অতীত উচ্চতর পারমার্থিক বাস্তবতাকে এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

শ্লোক ১৫

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেই; **নঃ**—আমাদেরকে; **সমাদিশ**—দয়া করে নির্দেশ দান করুন; **উপায়ম্**—উপায়; **যেন**—যার দ্বারা; **তে**—আপনার; **চরণ**—পদদ্বয়ের; **অব্জয়োঃ**—পদ্মসদৃশ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **যথা**—যেন; **ন বিরমেৎ**—প্রত্যাহৃত না হয়; **অপি**—এমন কি; **সংসরতাম্**—জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত জনের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

এই জগতে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়েও কিভাবে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের স্মরণ করতে পারি, দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

একমাত্র তাঁর কৃপার দ্বারাই কেউ নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে এই ধরনের স্মরণ হচ্ছে পরম মোক্ষ প্রাপ্তির সহজ উপায়—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥

"যিনি একাগ্রচিত্তে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ, আমি তার নিরন্তর ভক্তি-যুক্ততার জন্য তার কাছে সুলভ হই।" *অপি সংসরতামিহ* কথাটি নির্দেশ করছে যে রাজারা যে কেবলমাত্র মুক্তির জন্যই কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাই নয়, অধিকন্তু, তাঁর পাদপদ্মের নিরন্তর স্মরণের সমর্থতার বর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এই ধরনের নিরন্তর স্মরণ হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ এবং ভগবৎ প্রেম হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১৬

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণায়—কৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবের পুত্র; **হরয়ে**—ভগবান, হরি; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **প্রণত**—শরণাগতজনের; **ক্লেশ**—ক্লেশের; **নাশায়**—বিনাশকারী; **গোবিন্দায়**—গোবিন্দকে; **নমঃ নমঃ**—বারম্বার প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমরা বসুদেব পুত্র, হরি, শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। পরমাত্মা, গোবিন্দ, তাঁর শরণাগতজনের সকল ক্লেশকে বিনাশ করেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তূয়মানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ ।
তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সংস্তূয়মানঃ**—সুন্দররূপে স্তুত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **মুক্ত**—মুক্ত; **বন্ধনৈঃ**—তাদের বন্ধন থেকে; **তান্**—তাদেরকে; **আহ**—তিনি বললেন; **করুণঃ**—কৃপাময়; **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **শরণ্যঃ**—শরণাগত বৎসল; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**—বাক্যসমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে এখন বন্ধন থেকে মুক্ত রাজাগণ ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর, হে প্রিয় পরীক্ষিৎ, কৃপাময় শরণাগত-বৎসল মধুর বচনে তাদের বললেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

অদ্য প্রভৃতি বো ভূপা ময্যাত্মন্যখিলেশ্বরে ।
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং তথা ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অদ্য প্রভৃতি**—এখন থেকে; **বঃ**—তোমাদের; **ভূ-পাঃ**—হে রাজাগণ; **ময়ি**—আমার জন্য; **আত্মনি**—অন্তর্যামি স্বরূপ; **অখিল**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **সু**—অত্যন্ত; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **জায়তে**—উত্থিত হবে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বাঢ়ম্**—নিশ্চিতরূপে; **আশংসিতম্**—যা প্রার্থনা করছ; **তথা**—তেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এখন থেকে, হে প্রিয় রাজাগণ, সকলের ঈশ্বর ও পরমাত্মা স্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হবে। আমি তোমাদের নিশ্চিত করলাম, তোমরা যেরকম ইচ্ছা করেছ সেরকমই ঘটবে।

শ্লোক ১৯

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ ।
শ্রীয়ৈশ্বর্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যজনক; **ব্যবসিতম্**—তোমাদের সংকল্প; **ভূপাঃ**—হে রাজাগণ; **ভবন্তঃ**—আপনারা; **ঋত**—বিশ্বস্তভাবে; **ভাষিণঃ**—বলছেন; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের; **ঐশ্বর্য**—এবং শক্তি; **মদ**—উন্মত্ততার জন্য; **উন্নাহম্**—সংযমের অভাব হেতু; **পশ্যে**—আমি দর্শন করি; **উন্মাদকম্**—উন্মত্ততার; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের।

অনুবাদ

হে রাজাগণ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং আপনারা যা বলেছেন তা সত্য। আমি দেখতে পারছি যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের মাদকতা হতে উত্থিত তাদের আত্মসংযমের অভাবের জন্যই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২০

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে ।
শ্রীমদাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥ ২০ ॥

হৈহয়ঃ নহুষঃ বেণঃ—হৈহেয় (কার্তবীর্য), নহুষ এবং বেণ; **রাবণঃ নরকঃ**—রাবণ ও নরক; **অপরে**—অন্যান্যরাও; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের জন্য; **মদাৎ**—তাদের মাদকতার জন্য; **ভ্রংশিতাঃ**—পতিত হয়েছিল; **স্থানাৎ**—তাদের পদ হতে; **দেব**—দেবতাদের; **দৈত্য**—দৈত্যগণ; **নর**—এবং মানুষ; **ঈশ্বরাঃ**—শাসকগণ।

অনুবাদ

হৈহয়, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক ও দেবতা, দৈত্য ও দানবদের বহু শাসকও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তির জন্য তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী, যেহেতু হৈহয়, ভগবান পরশুরামের বাবা জমদগ্নির কামধেনু চুরি করেছিল তাই পরশুরাম তাকে ও তার উদ্ধত পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। নহুষ যখন সাময়িকভাবে ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিল। যখন অহংকারবশতঃ নহুষ দেবরাজ ইন্দ্রের পবিত্র পত্নী শচীর সঙ্গে অবৈধ মিলনে গমনের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তার পালকি বহন করতে নির্দেশ দিল, ব্রাহ্মণগণ তার ইন্দ্রত্ব থেকে তাকে পতিত করে একজন বৃদ্ধ মানুষে পরিণত করলেন। তেমনিভাবে রাজা বেণও যখন উন্মত্ত হয়েছিল এবং যখন সে ব্রাহ্মণদের অপমানিত করল, তারা উচ্চৈঃস্বরে উম মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে হত্যা করেছিলেন। রাবণ রাক্ষসগণের একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন, কিন্তু লালসা বশতঃ সে সীতা মাতাকে হরণ করেছিল আর তাই তাঁর স্বামী শ্রীরামচন্দ্র,

তাকে হত্যা করেছিলেন। নরক ছিল দৈত্যকুলের শাসক যে মাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় চুরি করতে সাহস করেছিল এবং তার অপরাধের জন্য নিহত হয়েছিল। এইভাবে ইতিহাস জুড়ে শক্তিশালী নেতাগণ তাদের তথাকথিত ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে ওঠার জন্য তাদের পদসমূহ হতে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ২১

ভবন্ত এতদ্বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষ্যথ ॥ ২১ ॥

ভবন্তঃ—তোমরা; **এতৎ**—এই; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **দেহ-আদি**—জড় দেহ ইত্যাদি; **উৎপাদ্যম্**—উৎপত্তিশীল; **অন্ত-বৎ**—বিনাশশীল; **মাম্**—আমাকে; **যজন্তঃ**—পূজা পূর্বক; **অধ্বরৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **যুক্তাঃ**—স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তা সহকারে; **প্রজাঃ**—তোমাদের প্রজাদের; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় সূত্র অনুসারে; **রক্ষ্যথ**—তোমাদের রক্ষা করা উচিত।

অনুবাদ

এই জড় দেহের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুর শুরু ও শেষ আছে হৃদয়ঙ্গম করে বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা কর এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধর্মনীতি অনুসারে তোমার প্রজাদের রক্ষা কর।

শ্লোক ২২

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তুন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ ॥ ২২ ॥

সন্তন্বন্তঃ—উৎপাদন পূর্বক; **প্রজা**—প্রজার; **তন্তুন্**—পর্যায়ক্রমে; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **ভব**—জন্ম; **অভবৌ**—এবং মৃত্যু; **প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্**—তারা যেভাবে আসবে; **চ**—এবং; **সেবন্তঃ**—গ্রহণ করে; **মৎ-চিত্তাঃ**—আমাতে মন স্থির করে; **বিচরিষ্যথ**—জীবন যাপন করবে।

অনুবাদ

সন্তান উৎপাদন পূর্বক এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদা আমাতে তোমাদের মন স্থির রাখবে।

শ্লোক ২৩

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ ॥ ২৩ ॥

উদাসীনাঃ—উদাসীন; চ—এবং; দেহ-আদৌ—দেহ ইত্যাদির প্রতি; আত্ম-আরামাঃ—আত্মসন্তুষ্ট; ধৃত—দৃঢ় রূপে ধারণ করে; ব্রতাঃ—তোমাদের ব্রতে; ময়ী—আমাকে; আবেশ্য—পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে; মনঃ—মনকে; সম্যক—সম্পূর্ণ রূপে; মাম্—আমাকে; অন্তে—অন্তকালে; ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্মে; যস্যথ—তোমরা গমন করবে।

অনুবাদ

দেহ ও তৎ-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হও, আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে, আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে, দৃঢ়ভাবে তোমাদের ব্রত সম্পাদন কর। এইভাবে অবশেষে তোমরা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করবে।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ ।
তেষাং ন্যযুক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্মণি ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; আদিশ্য—নির্দেশ প্রদান পূর্বক; নৃপান্—রাজাগণ; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; ভগবান্—ভগবান; ভুবন—সকল জগতের; ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; তেষাম্—তাদের; ন্যযুক্ত—যুক্ত করলেন; পুরুষান্—পুরুষভৃত্য; স্ত্রিয়ঃ—এবং স্ত্রী ভৃত্য; মজ্জন—মার্জন করার; কর্মণি—কর্মে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে রাজাদের নির্দেশ প্রদান করে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্যদেরকে তাদের স্নান ও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন।

শ্লোক ২৫

সপর্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত ।
নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ ॥ ২৫ ॥

সপর্যাম্—সেবা; কারয়াম্ আস—তিনি করেছিলেন; সহদেবেন—জরাসন্ধের পুত্র, সহদেব দ্বারা; ভারত—হে ভরতকুলনন্দন; নর দেব—রাজাগণ; উচিতৈঃ—যথোচিত; বস্ত্রৈঃ—বস্ত্র দ্বারা; ভূষণৈঃ—অলঙ্কার; স্রক্—পুষ্পমাল্য; বিলেপনৈঃ—এবং চন্দন পিষ্টক।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, ভগবান তখন রাজা সহদেবকে দিয়ে রাজার পক্ষে উপযুক্ত সকল বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য ও চন্দন পিষ্টক অর্পণ দ্বারা তাদের সম্মানীত করলেন।

শ্লোক ২৬

ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্ ।
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বূলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

ভোজয়িত্বা—ভোজন করিয়ে; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **অন্নেন**—খাদ্য দ্বারা; **সু**—যথাযথভাবে; **স্নাতান্**—স্নাত; **সমলঙ্কৃতান্**—সুশোভিত; **ভোগৈঃ**—ভোগের বস্তু দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **যুক্তান্**—প্রদান করে; **তাম্বুল**—তাম্বুল; **আদ্যৈঃ**—এবং প্রভৃতি; **নৃপ**—রাজাগণ; **উচিতৈঃ**—উচিত।

অনুবাদ

তারা যথাযথভাবে স্নাত ও শোভিত হওয়ার পর, তারা যাতে উত্তম ভোজ্য সহকারে ভোজন করে শ্রীকৃষ্ণ তা দর্শন করলেন। তিনি রাজাদের সুখোপযোগী বিভিন্ন দ্রব্যও, যেমন তাম্বুল ইত্যাদি প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৭

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

তে—তারা; **পূজিতাঃ**—সম্মানীত হলেন; **মুকুন্দেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **মৃষ্টা**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডলাঃ**—যাদের কুণ্ডল; **বিরেজুঃ**—দীপ্তিমান রূপে প্রকাশিত; **মোচিতাঃ**—মুক্ত; **ক্লেশাৎ**—তাদের ক্লেশ হতে; **প্রাবৃট**—বর্ষার; **অন্তে**—শেষে; **যথা**—যেমন; **গ্রহাঃ**—গ্রহ সকল (যেমন চন্দ্র)।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দ দ্বারা সম্মানীত এবং কঠোর দুর্দশা হতে মুক্ত রাজাগণ দীপ্তিমান রূপে শোভা পাচ্ছিল, তাদের কুণ্ডলসমূহ চকচক করছিল, ঠিক যেমন চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহসমূহ বর্ষা ঋতুর শেষে আকাশে দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়।

শ্লোক ২৮

রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্ ।
প্রীণয্য সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ ॥ ২৮ ॥

রথান্—রথসমূহ; **সৎ**—উত্তম; **অশ্বান্**—অশ্বসমূহ দ্বারা; **আরোপ্য**—তাদের আরোহণ করিয়ে; **মণি**—রত্ন দ্বারা; **কাঞ্চন**—এবং স্বর্ণ; **ভূষিতান্**—বিভূষিত; **প্রীণয্য**—সন্তুষ্ট করে; **সুনৃতৈঃ**—মধুর; **বাক্যৈঃ**—বচনে; **স্ব**—তাদের নিজ; **দেশান্**—রাজ্যে; **প্রত্যযাপয়ৎ**—তিনি প্রেরণ করলেন।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান রাজাদের উত্তম অশ্ব দ্বারা আকর্ষিত এবং রত্ন ও স্বর্ণে বিভূষিত রথে উপবেশনের আয়োজন করে, তিনি তাদের যার যার নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ২৯

ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ।
যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা; **এবম্**—এইভাবে; **মোচিতাঃ**—মুক্ত; **কৃচ্ছ্রাৎ**—কষ্ট হতে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **সু-মহা-আত্মনা**—পরম মহাত্মাগণ; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **তম্**—তাঁকে; **এব**—একমাত্র; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান পূর্বক; **কৃতানি**—আচরণসমূহে; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—জগদীশ্বরের।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ দ্বারা সকল কষ্ট থেকে মুক্ত পরম মহাত্মা রাজাগণ গমন করলে, তাদের যাত্রাপথে তারা কেবল জগদীশ্বর ও তাঁর আচরণসমূহের ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৩০

জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।
যথান্বশাসদ্ ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

জগদুঃ—বললেন; **প্রকৃতিভ্যঃ**—তাদের অমাত্য ও অন্যান্য পার্ষদদের; **তে**—তারা (রাজাগণ); **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষ; **চেষ্টিতম্**—আচরণসমূহ; **যথা**—যেমন; **অন্বশাসৎ**—তিনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রুঃ**—তারা পালন করলেন; **অতন্দ্রিতাঃ**—শিথিলতা বিনা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যা করেছিলেন রাজাগণ তাদের মন্ত্রী ও অন্যান্য পার্ষদদের তা বর্ণনা করলেন এবং তিনি তাদের যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তারা তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা পালন করেছিল।

শ্লোক ৩১

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ ।
পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ ॥ ৩১ ॥

জরাসন্ধম্—জরাসন্ধ; **ঘাতয়িত্বা**—নিহত হওয়ার পর; **ভীমসেনেন**—ভীমসেন দ্বারা; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পার্থাভ্যাম্**—পৃথার দুই পুত্র (ভীম ও অর্জুন) দ্বারা; **সংযুতঃ**—সঙ্গে; **প্রায়াৎ**—তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন; **সহদেবেন**—সহদেব দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করার আয়োজনের পর, ভগবান কেশব রাজা সহদেবের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করে পৃথার দুই পুত্র সহ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৩২

গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জিতারয়ঃ ।
হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাং চাসুখাবহাঃ ॥ ৩২ ॥

গত্বা—পৌঁছে; **তে**—তারা; **খাণ্ডব-প্রস্থম্**—ইন্দ্রপ্রস্থে; **শঙ্খান্**—তাদের শঙ্খ; **দধ্মুঃ**—ধ্বনিত করলেন; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **অর্জঃ**—তাদের শত্রুদের; **হর্ষয়ন্তঃ**—আনন্দ দানকারী; **স্ব**—তাদের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **দুর্হৃদাম্**—তাদের শত্রুদের; **চ**—এবং; **অসুখ**—শোক; **আবহাঃ**—আনয়নকারী।

অনুবাদ

বিজয়ী বীরগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আনন্দ ও তাদের শত্রুদের দুঃখ আনয়নকারী শঙ্খধ্বনি করলেন।

শ্লোক ৩৩

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ ।
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রীত**—সন্তুষ্ট; **মনসঃ**—তাদের হৃদয়ে; **ইন্দ্রপ্রস্থ-নিবাসিনঃ**—ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ; **মেনিরে**—হৃদয়ঙ্গম করলেন; **মাগধম্**—জরাসন্ধ; **শান্তম্**—নিহত হয়েছে; **রাজা**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **চ**—এবং; **আপ্ত**—অর্জন করেছেন; **মনঃ-রথঃ**—ইচ্ছাসমূহ।

অনুবাদ

সেই ধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এখন মগধের রাজা নিহত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির অনুভব করেছিলেন যে তার আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হল।

শ্লোক ৩৪

অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জুনজনার্দনাঃ ।
সর্বমাশ্রাবয়াং চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩৪ ॥

অভিবন্দ্য—তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক; **অথ**—অতঃপর; **রাজানম্**—রাজা; **ভীম-অর্জুন-জনার্দনাঃ**—ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **অশ্রাবয়াম চক্রুঃ**—তাঁরা বর্ণনা করলেন; **আত্মনা**—তাঁদের নিজেদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভীম, অর্জুন ও জনার্দন, রাজাকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক তাঁরা যা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩৫

নিশম্য ধর্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্ ।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ধর্ম-রাজঃ**—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তা; **কেশবেন**—ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা; **অনুকম্পিতম্**—অনুকম্পিত; **আনন্দ**—আনন্দের; **অশ্রু-কলাম্**—অশ্রু; **মুঞ্চন্**—মোচন করলেন; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **ন উবাচ**—তিনি বললেন না; **কিঞ্চন**—কিছু।

অনুবাদ

তাঁকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শিত ভগবান কেশবের মহানুকম্পিত তাদের বর্ণনা শ্রবণ করে ধর্মরাজ আনন্দাশ্রু মোচন করলেন। তিনি এমনই প্রেম অনুভব করলেন যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা' নামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।